দৈনিক ইনকিলাব

15 MAR 2007

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ২

তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা পরীক্ষার কেন্দ্র পুনর্বহালে নানা প্রশ্ন

মাত্র ১ দিনের মাথায় মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিল জেলা প্রশাসন

ইনকিলাব রিপোর্ট

ব্যাপক অনিয়ম ও অসদুপায় অবলম্বনের মত গুরুত্বর অপরাধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের মাত্র একদিন পরই জেলা প্রশাসনের নিয়ম বহির্ভূত হস্তক্ষেপে মাদ্রাসা কেন্দ্র পুনর্বহালে হতবাক হয়েছেন ২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনেক কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং রাজধানীর বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষকগণ। তাদের মতে মাদ্রাসা বোর্ডের ইতিহাসে খোদ রাজধানীতে পরীক্ষা হলে উল্লিখিত গুরুত্বর অপরাধের পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করে কেন্দ্র পুনর্বহালের নজির নেই। তাদের প্রশ্ন, কোন ক্ষমতাবলে এবং কার প্রভাবে দুর্নীতিদমনে আপোষহীন বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লংঘন করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাতিল করা মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রকে পুনর্বহাল করেছে। তাদের প্রশ্ন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এমন সাহস কে বা কারা যুগিয়েছে? মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে কি তারা জামায়াত-শিবিরের রাহুগ্রাসের বলয়ে বন্দী রাখতে চাচ্ছেন?

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভিজিলেন্স টিম-৩ কর্তৃক গত ১১ মার্চের পরিদর্শন প্রতিবেদনে তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্র জরুরীভাবে অন্যত্র স্থানান্তরের মাধ্যমে নকলমুক্ত পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে মাদ্রাসা বোর্ডকে নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত প্রতিবেদন প্রদান করেন ভিজিলেন্স টিম-৩ এর পক্ষে উপসচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা)। প্রতিবেদনে বলা ছিল- 'তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা কেন্দ্রে ঢুকেই হতবাক হতে হলো। কক্ষ পরিদর্শকগণ কক্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং কক্ষের দরজার বাইরে কাকে যেন পাহারা দিচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্র দেখে, মনে হলো সারাদেশে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ বহুলাংশে নিশ্চিত হলেও এ কেন্দ্রে (তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা কেন্দ্র) পূর্বের আমলের মতোই পরীক্ষা দেয়া-নেয়া হচ্ছিল। কক্ষ পরিদর্শকগণকে সহায়তা করতে দেখা গেল। মাদ্রাসায় বহু কক্ষ তালাবদ্ধ করে রাখা হলেও মাত্র কিছুসংখ্যক কক্ষে কোন ফাঁকা স্থান না রেখে বেঞ্চ বসানো হয়েছে। নকলের জন্যই এমনভাবে সিট বসানো হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্র সচিবকে প্রশ্ন করা হলে তার নিকট থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। উল্লিখিত বর্ণনা তদন্ত প্রতিবেদনে লিখিতভাবে উল্লেখ করে উক্ত কেন্দ্র পরিবর্তন করে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে। উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতেই মাদ্রাসা বোর্ড তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু গতকাল (বুধবার) দেখা গেল মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড জেলা প্রশাসনের স্মারকের দোহাই দিয়ে পূর্বের নির্দেশ স্থগিত করে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা কেন্দ্র অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে মাদ্রাসা বোর্ডের পরী/দা-০৭/৩৮ কেন্দ্র-১০৩ নং স্মারকযুক্ত পত্রের মাধ্যমে।

তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন তামিরুল মিল্লাত প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ। পরিষদের প্যাডে অর্ধশতাধিক ছাত্রের নাম উল্লেখপূর্বক পরিষদের আহ্বায়কের বরাতে মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ এক প্রতিবাদ পত্রে বলেছেন, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা কেন্দ্র বাতিল হয়নি। ইনকিলাবে প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন নকল হয়নি সুতরাং ইনকিলাবের রিপোর্ট সঠিক নয়। প্রকাশিত রিপোর্ট মাদ্রাসাকে এবং প্রিন্সিপালকে হেয় করার জন্য করা হয়েছে। এ প্রতিবাদের বিষয়ে প্রতিবেদকের বক্তব্য হচ্ছে, ভিজিলেন্স টিমের তদন্ত প্রতিবেদন, কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশ, কেন্দ্র বাতিলের মাদ্রাসা বোর্ডের পত্রের স্মারক নং যাচাই করার পর ইনকিলাবের সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য লেখাপড়ায় পণ্ডিত হওয়ার এবং ড. ডিগ্রির প্রয়োজন নেই।